64

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 13 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 1

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির গঠন পদ্ধতি অনুপযোগী হয়ে পড়েছে

মোঃ আবদুর রহিম ।। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজিং কমিটির বর্তমান গঠন পদ্ধতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। স্কুল ওলেম ও মাদ্রাসা প্রশাসন এবং ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে বিরোধ অথবা ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের সাথে প্রধান শিক্ষক বা প্রিন্সিপালের যোগসাজশের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এবং শিক্ষার মান নিম্নমুখী হয়।

রাজধানী ঢাকার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ এ অবস্থার সম্মুখীন। প্রথম সারির স্কুলগুলোও আজ এ পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। এসব স্কুলগুলোর মধ্যে রয়েছে— আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুল, মনিপুর হাই স্কুল, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, টিএন্ডটি কলেজ ইত্যাদি। মতিঝিল মডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব ইয়াকুব আলীকে স্কুল থেকে সরিয়ে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৮/১০ বছর স্কুলটির অবস্থা এমনিতর ছিল। আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান, প্রিন্সিপাল ও কতিপয় শিক্ষকদের মধ্যকার বিরোধের কারণে স্কুলটির ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। মনিপুর স্কুলের সঙ্কট এখনও কাটেনি। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের গৌরব হারানোর মত অবস্থা ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। কোন্দল চলছে প্রধান শিক্ষক

(৪-এর পাতায় দেখুন)

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির গঠন পদ্ধতি অনুপযোগী হয়ে পড়েছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এবং শিক্ষকদের মধ্যে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে অচিরেই স্কুলটিকে ঢাকার এককালের ঐতিহ্যবাহী সিদ্ধেশ্বরী বয়েজ স্কুলের ভাগ্যবরণ করে নিয়ে শিক্ষার্থী সংকটে পড়তে হবে। অভিযোগ পাওয়া গেছে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক প্রধান শিক্ষক জনাব শাহ আলমের কর্মকান্ডে ক্ষুব্ধ। বহু বছর যাবৎ তিনি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। শিক্ষকরা বলছেন, তার প্রশাসনিক অনিয়মের কারণে স্কুলটির শিক্ষার মান নিম্নমুখী হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কম্পিউটার ক্রয়ের টাকা দিয়ে কম্পিউটার ক্রয় না করে তা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আরো যে সব অভিযোগ করা হয়েছে তা হলো, টেন্ডার ছাড়া লক্ষাধিক টাকার আসবাবপত্র ক্রয়। প্রধান শিক্ষক হওয়ার মত তার শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা। প্রধান শিক্ষক নিয়োগের সময় কৌশলে তিনিই ছিলেন একমাত্র প্রার্থী। স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে দুই জন করণিককে শিক্ষক পদে নিয়োগ দান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের পরিবর্তে অন্য বিষয়ের শিক্ষককে দিয়ে শিক্ষাদানে বাধ্য করা। প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের আত্মীয়কে এককভাবে সুযোগ দেয়া অভিযোগে বলা হয়, স্কুলের চেয়ারম্যান একজন পীর এবং প্রধান শিক্ষক তার মুরিদ। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক, ম্যানেজিং কমিটির প্রাক্তন সদস্যগণের অভিমত হচ্ছে, বিদ্যালয়ের বৃহত্তর স্বার্থে এবং বিদ্যালয়টির গৌরব ধরে রাখতে অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া এবং ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।